আন্তর্জাতিক

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন

চড়াই-উৎরাইর পঁচিশ বছর

মুহম্মদ আলতাফ হোসেন

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের স্থপতিবৃন্দ

১৯৬১ থেকে ১৯৮৬। মাঝখানে ২৫ বছরের ব্যবধান। এ সিকি শতকে বিশ্ব্যাপী সংঘটিত হয়েছে বহু ঘটনা-দুর্ঘটনা। মানুষ এগিয়েছে অনেক। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সাধিত হয়েছে বহু পরিবর্তন।

১৯৬১ সালে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগের অঙ্গীকারে গঠিত হয়েছিল জোটনিরপেক্ষ আন্োলন। বিগত ২৫ বছরে বহুখচড়াই-উৎরাইর সম্মুখীন হয়েছে এ জোট বহু বিরূপতা ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করেছে এ আন্দোলন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিল্পোন্নত দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংরক্ষণবাদিতার মুখে উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থের প্রশ্নে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছে এ গোষ্ঠী। ফলে, ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠালগ্নে ২৫টি দেশ এর সদস্য হলেও দিনে-দিনে এ সংখ্যা বেড়েছে। বর্তমানে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য সংখ্যা একশ' এক।

যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে প্রথম জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালের ১ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর। তদানীন্তন যুগোশ্লাভ প্রেসিডেন্ট জোসেফ ব্রোজ টিটো, মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের, ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমদ শোয়েকার্নো এবং ঘানার প্রেসিডেন্ট কোয়ামে নক্রুমা ছিলেন এর মূল উদ্যোক্তা। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম চেয়াম্যানও ছিলেন জোসেফ ব্রোজ টিটো।

বেলগ্রেড ঘোষণা মোতাবেক প্রতি ৩ বছর অন্তর জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর শীর্ষ নেতাদের সম্মেলন হওয়ার কথা। সে অনুযায়ী দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন বসে কায়রোতে ১৯৬৪ সালে। ৫ থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সদস্য হিসেবে ৪৬টি দেশ অংশ নেয়। এবার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব অর্পিত হলো মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসেরের 'উপর।

১৯৬৭ সালে তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার নিয়ম থাকলেও তা হয়নি। দীর্ঘ ৬ বছর পর তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলন বসে জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকায়। ১৯৭০ সালের ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে চেয়ারম্যান হন জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট কেনেথ কাউণ্ডা। এবার সদস্য হিসেবে যোগদান করে ৫৪টি দেশ।

১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন। একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে এ সম্মেলনে বাংলাদেশও যোগদান করে। ৫ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে ৭৫টি দেশ সদস্য হিসেবে যোগদান করে। আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারি বুমেদিন হলেন প্রেসিডেন্ট।

পঞ্চম জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৬ সালে কলম্বোতে। ফলে, প্রথম বারের মত একজন মহিলা শ্রীলংকার প্রাধানমন্ত্রী শ্রীমাভো বন্দরনায়েক জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে মোট ৮৫টি দেশ সদস্য হিসেবে যোগদান করে।

কিউবার রাজধানী হাভানায় ১৯৭৯ সালে ষষ্ঠ জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৩ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সম্মেলনের মাধ্যমে ফিদেল ক্যাস্ট্রো চেয়ারম্যান হন। এ সম্মেলনে

৯২টি দেশ সদস্য হিসেবে যোগদান করে।

সপ্তম জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনের নির্ধাতির স্থান ছিল ইরাকের রাজধানী বাগদাদ। কিন্তু উপসাগরীয় যুদ্ধের কারণে তা হতে পারেনি। ফলে, নির্ধারিত সময়ের প্রায় ৬ মাস পর ১৯৮৩ সালের ৭ থেকে ১২ মার্চ ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে বসে সপ্তম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন। ৯৯টি দেশ সদস্য হিসেবে যোগদান করে।

আর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম ইন্দিরা গান্ধী। কিন্তু ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধী নিহত হবার পর ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী চেয়ারম্যান হন।

আজ ১ সেপ্টেম্বর জোটনিরপেক্ষ অন্দোলনের ৮ম শীর্ষ সম্মেলন শুরু হচ্ছে জিম্বাবীর রাজধানী হারারেতে। জিম্বাবীর প্রধানমন্ত্রী রবার্ট মুগাবে পরবর্তী ৩ বছরের জন্য হচ্ছেন এর চেয়ারম্যান। তিনি জনাব রাজীব গান্ধীর কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

বিগত ২৫ বছরে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রশ্নে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করেছেন। ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণায় নয়া বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমের দাবী উত্থাপন করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে জোটনিরপেক্ষ আন্োলনের উদ্যোগেই জাতিসংঘের ষষ্ঠ সাধারণ অধিবেশনে নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মৌলিক দলিল গৃহীত হয়। পঞ্চম শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণায় নয়া আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহবান জানান হয়।

এ বছর হারারে শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণায়, নয়া আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার আওতায় জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর মধ্যকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনর্গঠনের অঙ্গীকারের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে আভার্স পাওয়া গেছে।

ইংরেজী বর্ণমালার ক্রমানুসারে জোটনিরপেক্ষ আন্োলনের সদস্য দেশগুলো হচ্ছেঃ

(১) আলজেরিয়া (২) এ্যাঙ্গোলা (৩) আর্জেন্টিনা (৪) আফগানিস্তান (৫) বাহামা (৬) বাহরায়েন (৭) বাংলাদেশ (৮) বারবাডোজ (৯) বেলিজ (১০) বেনিন (১১) ভুটান (১২) বলিভিয়া (১৩) বতসোয়ানা (১৪) বুরকিনা কাসো (১৫) বুরুণ্ডি (১৬) ক্যাপভার্দে দ্বীপপুঞ্জ (১৭) ক্যামেরুণ (১৮) সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক (১৯) শাদ (২০) চিলি (২১) কলম্বিয়া (২২) কঙ্গো (২৩) আইভরীকোস্ট (২৪) কিউবা (২৫) সাইপ্রাস (২৬) জিবুতি (২৭) ইকুয়েডর (২৮) মিসর (২৯) বিষুবীয় গিনি (৩০) ইথিওপিয়া (৩১) গ্যাবন (৩২) গাম্বিয়া (৩৩) ঘানা (৩৪) গ্রানাডা (৩৫) গিনি (৩৬) গিনি বিসাউ (৩৭) গায়েনা (৩৮) ভারত (৩৯) ইন্দোনেশিয়া (৪০) ইরান (৪১) ইরাক (৪২) জামাইকা (৪৩) জর্দান (৪৪) কম্পুচিয়া (৪৫) কেনিয়া (৪৬) কোরিয়া (৪৭) কুয়েত (৪৮) লাওস (৪৯) লেবানন (৫০) লেসোথো (৫১) লাইবেরিয়া (৫২) লিবিয়া (৫৩) মাদাগাস্কার (৫৪) মালাবী (৫৫) মালয়েশিয়া (৫৬) মালদ্বীপ (৫৭) মালি (৫৮) মালটা (৫৯) মৌরিতানিয়া (৬০) মরিসাস (৬১) মরক্কো (৬২) মোজাম্বিক (৬৩) নেপাল (৬৪) নিকারাগুয়া (৬৫) নাইজার (৬৬) নাইজেরিয়া (৬৭) ওমান (৬৮) পাকিস্তান (৬৯) পেরু (৭০) পানামা (৭১) পেরু (৭২) কাতার (৭৩) রুয়াণ্ডা (৭৪) সেন্টলুসিয়া (৭৫) সাওতোমো (৭৬) সউদী আরব (৭৭) সোয়াজিল্যাণ্ড (৭৮) সেনেগাল (৭৯) সিচেলিস (৮০) সিয়েরালিওন (৮১) সিংগাপুর (৮২) সোমালিয়া (৮৩) নামিবিয়া (৮৪) শ্রীলংকা (৮৫) সুদান (৮৬) সুরিনাম (৮৭) সিরিয়া (৮৮) তাঞ্জানিয়া (৮৯) টগো (৯০) ত্রিনিদাদ ও টোবোগো (৯১) তিউনিসিয়া (৯২) উগাণ্ডা (৯৩) সংযুক্ত আরব অমিরাত (৯৪) ভানুয়াতু (৯৫) ভিয়েতনাম (৯৬) ইয়েমেন আরব প্রজাতন্ত্র (৯৭) ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র (৯৮) যুগোশ্লাভিয়া (৯৯) জায়ারে (১০০) জাম্বিয়া (১০১) জিম্বাবী। উল্লেখ্য, কম্পুচিয়ার সদস্যপদ স্থগিত রাখা হয়েছে।